মেহেরপুরের স্কুলগুলোতে উপস্থিতি ৫০ শতাংশেরও কম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার এক সপ্তাহ পেরিয়েছে। কিন্তু এখনো স্কুলমুখী হয়নী ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী। এ সংখ্যায় এগিয়ে রয়েছে ছাত্রীরা। বাল্যবিয়ের কারণে এমনটি ঘটেছে ধারণা করছেন শিক্ষকরা। ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে জড়িয়েছে আয় মূলক নানা কর্মে। ফলে তাদের স্কুলমুখী করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে।
এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত শিক্ষকরা হোম ওয়ার্ক শুরু করেননি। অনেক শিক্ষকদের মধ্যে এখনো আতঙ্ক রয়েছে আবার হয়তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো বন্ধ হয়ে যাবে। গতকাল রবিবার মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার প্রায় ১০টি বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান যাচাই করে এ চিত্র দেখা গেছে।
মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে ৯০ জন।এর মধ্যে ছাত্র ৫৮ জন এবং ছাত্রী ৩২ জন। কিন্তু গতকাল রবিবার বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় ২৪ জন ছাত্র এবং ১৩ জন ছাত্রী উপস্থিত ছিল। দশম শ্রেণীর শিক্ষাথী রয়েছে ৮১ জন। এদের মধ্যে ছাত্র ৪৮ জন এবং ছাত্রী ৩৩ জন। কিন্তু উপস্থিত ছিল ১৪ জন ছাত্র এবং ১৯ ছাত্রী। উপস্থিতির হার ৪০ শতাংশ। গাংনী উপজেলার ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রয়েছে ৭৪ জন। এদের মধ্যে উপস্থিত ছিল ৩২ জন। এসএসসি পরিক্ষার্থী রয়েছে ৪৭ জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলো ৪১ জন। সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩২ জন এসএসসি পরিক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিত থাকছে ১৫ থেকে ১৬ জন এবং দশম শ্রেণীর ৫২ জনের বিপরীতে উপস্থিত থাকছে ২২ থকে ২৩ জন বলে জানান একজন সহকারী শিক্ষক।
মুজিবনগর আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী রয়েছে ১১৫ জন। সেখানে উপস্থিত হচ্ছে ৬০ থেকে ৬৫ জন। এদের মধ্যে অনুপস্থিতির হার ছাত্রীদের বেশি। গাংনীর রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান জানান, অনেক মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারনে এখন উপস্থিতি কম। কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা শিক্ষকরা হোম ওয়ার্ক শুরু করবো।
গাংনীর হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান বলেন, আমার বিদ্যালয়ে আগের তুলনায় উপস্থিতি ঠিক আছে। তার পরেও দির্ঘদিন ছুটির পর স্কুল খোলা হয়েছে। অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে। যার ফলে উপস্থিতিটা একটু কম। তবুও আমার বিদ্যালয়ে

উপস্থিতি সন্তুষ্টজনক দাবী করেন।
অধিকাংশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা স্বীকার করে জানান, দির্ঘদিন করোনার কারণে বন্ধ থাকায় মেয়েদের বাল্যবিয়ে ও ছেলেরা আয়মূলক বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়েছে। যে কারণে তারা বিদ্যালয় মূখী হতে পারছে না। ৫০ শতাংশের উপরে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।
গাংনী উপজেলা মাধমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার বলেন, যারা অনুপস্থিত রয়েছে তাদের মধ্যে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি। দির্ঘদিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারনে অনেক শিক্ষার্থী তাদের পরিবারের হাল ধরতে কর্ম বেছে নিয়েছ। অনেকেই টাকার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কাজ করছে। তারা বিদ্যালয় মুখি হচ্ছেনা। অনেক মেয়েদের অভিভাবক বিয়ে দিয়েছেন। তার পরেও আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তাগাদা দিচ্ছি,শিক্ষার্থীদের বাড়ি গিয়ে খোজ নিতে। তবে দিন দিন উপস্থিতির সংখ্যা বাড়ছে বলেও জানান এ কর্মকর্তা।
মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহফুজুল হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয়ে আসছে কিনা, তাদের জ্বরসহ বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে কিনা সব বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রতিদিন মাউশিতে রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে। একই সঙ্গে উপস্থিতি যাতে বাড়ে সে বিষয়গুলোর উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।
এ প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমাদের গাংনী ব্যুরো আক্তারুজ্জামান, গাংনী প্রতিনিধি তোফায়েল হোসেন, সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার সিরাজুদ্দোজা পাভেল, ওসমান গণি নয়ন, মুজিবনগর প্রতিনিধি শাকিল রেজা ও কাথুলী প্রতিনিধি পলাশ আহম্মেদ।

মেহেরপুরে ৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ৫ জন,গাংনী ১ জন, মুজিবনগর ২ জন।

রবিবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৯৯

টি। তারমধ্যে ৮ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৫ জন। তার মধ্যে সদরে ২৮ জন, গাংনীতে ১১ জন এবং মুজিবনগরে ১৬ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৮০ জন ।

মৃতদের মধ্যে সদরে ৮২ জন, গাংনী ৫৮ জন ও মুজিবনগরে ৪০ জন।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা আক্রান্ত ৩

চুয়াডাঙ্গায় রবিবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩ জন। চুয়াডাঙ্গায় করোনায় কমেছে মৃত্যুহার। চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৯ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৯ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন।

নতুন করে ৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৮৫১ জনে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ রবিবার ৭৮ নমুনা সংগ্রহ করেছে।

এই নিয়ে জেলায় মোট নমুনা সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৭ হাজার ৩৪৫ জন।এ দিকে ৮৯ জনের এর নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে এই নিয়ে জেলায় মোট ২৮ হাজার ৫৫৭ জনের নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

এ সময় ৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৮৫১ জনে। রবিবার ১৩ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন । এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৫১৪জন।

বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে রয়েছেন ১১ জন আর বাড়িতে আছেন ১১৭ জন। নতুন যে ৩ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন তার মধ্যে আলমডাঙ্গায় উপজেলায় ২ জন এবং জীবননগর উপজেলায় ১ জন।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৮৮ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে ৮৭ জন সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা

করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ৪.৩৫ শতাংশ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাস্টার প্যারেড ও অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাস্টার প্যারেড ও অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে চুয়াডাঙ্গা জেলায় বিভিন্ন ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের অংশগ্রহণে সাপ্তাহিক মাষ্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম সুসজ্জিত অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামী গ্রহণ ও প্যারেড পরিদর্শন করেন । প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ফোর্সদের শারীরিক ফিটনেস ও টার্ন আউট এর উপর ভিত্তি করে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন পুলিশ সুপারের কার্যালয় অবস্থিত কনফারেন্স রুমে দুপুর সাড়ে বারোটার সময় আগস্ট মাসের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় প্রত্যেক থানার অফিসার ইনচার্জদের থানাধীন এলাকায় ওয়ারেন্ট তামিল, রাত্রিকালীন ডিউটি, ভাড়াটিয়ার তথ্য এন্ট্রি ও আইন-শৃংখলা রক্ষাসহ অপ্রীতিকর ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম ।

পর্যায়ক্রমে সকল অফিসার ফোর্সের ছুটি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট ইনচার্জকে নির্দেশ প্রদান করেন। পরিশেষে, সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান।

আলমডাঙ্গায় প্রণোদনার আওতায় সার ও বীজ বিতরণ

আলমডাঙ্গা কৃষি অফিসের উদ্যোগে চলতি ২০২১-২২ মৌসুমে নাবি-পাট বীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও গ্রীষ্ম কালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে প্রনোদনা কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও উপকরণ বিতরণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা কৃষি অফিসে এ বীজ ও সার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা কৃষি কর্মকর্তা হোসেন শহিদ সরোওয়ারদীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু। এছাড়াও অনুষ্টানে আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা, এস এম আলমগীর শফিউল্লাহ।

হরিণাকুণ্ডুতে কথিত সাংবাদিকের চাঁদাবাজীর ফোনালাপ ফাঁস

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এক ইউপি সদস্যের কাছে কথিত এক সাংবাদিকের চাঁদা চাওয়ার ফোনালাপ ফাঁস হয়েছে। এ ঘটনার বিচার চেয়ে সাংবাদিকদের কাছে বিচার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী ওই ইউপি সদস্য আনিচ । চাঁদা দাবি করা ওই কথিত সাংবাদিকের নাম জাফিরুল ইসলাম, তিনি আনন্দ টিভি ও দৈনিক আমাদের নতুন সময় পত্রিকার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

ভুক্তভোগী উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের সদস্য আনিচুর রহমান জানান, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে একের পর এক ওই সাংবাদিক জাফিরুল ইসলাম আমার ০১৭২৯৭২০৪৪৩/০১৭১৪৮৩৬০০১ নাম্বার

থেকে একটি মিথ্যা চুরির গল্প বলে আমার নামে ছবিসহ সংবাদ ছাঁপছে বলে জানায়। এই সংবাদ বন্ধ করতে আমার কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। রাত একটার দিকে ফের সে আমার কাছে টাকা দাবি করে। না হলে আমার নামে সংবাদ প্রকাশের ভয় দেখায়।

এদিকে শুক্রবার সকাল থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওই কথিত সাংবাদিকের চাঁদা চাওয়ার কথপো-কথনটি ভাইরাল হয়। এ নিয়ে সচেতন মহলের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর আগেও এই কথিত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ক্লিনিকসহ বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজীর অনেক অভিযোগ ওঠে।

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য আনিচুর রহমান বলেন, ফেসবুকে আমার নামে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে আমার সম্মানহানি করা হয়েছে। আর আমার নামে সংবাদ প্রকাশের ভয় দেখিয়ে আমার কাছে চাঁদা দাবি করা হয়েছে। জাতির বিবেক সাংবাদিকদের কাছ থেকে এটা কাম্য নয়। আমি এই কথিত সাংবাদিকের নামে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

চাঁদাবাজীর বিষয়ে জানতে চাইলে কথিত সাংবাদিক জাফিরুল ইসলাম বলেন, এটি মিথ্যা আমার ফোন হারিয়ে গেছে।
হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা বলেন, একজন জনপ্রতিনিধির নামে মিথ্যা তথ্য তুলে চাঁদা দাবির ঘটনা দুঃখজনক। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর রাইপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের অন্তর্গত ৯নং রাইপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। রোববার গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগ এর সভাপতি মোঃ আমিনুল ইসলাম সেন্টু ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসিফ ইকবাল অনিক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। একই সাথে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সকল পদ প্রত্যাশীদের আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের

কাছে জীবনবৃত্তান্ত জমাদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহের মধুহাটি ইউনিয়নের যুবলীগের নতুন কমিটি ঘোষণা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুহাটি ইউনিয়নে আওয়ামী যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে বাজার গোপালপুরে যুবলীগের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
মধুহাটি ইউনিয়ন যুবলীগের আয়োজনে ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক শাহ্ মোঃ ইব্রাহিম খলিল রাজা।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহমেদ, মধুহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলমগীর আজাদ সম্রাট, সাধারন সম্পাদক ও মধুহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ জুয়েল, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক হারুন-অর রশীদ। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আলেচনা সভা শেষে ২য় পর্বে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি ও মিন্টু মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ইউনিয়ন যুবলীগের কমিটি গঠন করা হয়। এসময় নেতৃবৃন্দ আগামী ১০ দিনের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নিদের্শ দেয়। নব-গঠিত এই কমিটিতে স্বাগত জানিয়েছে জেলার সকল রাজনৈতিক সংগঠন।

ঝিনাইদহে আদিবাসী ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ

ঝিনাইদহে আদিবাসী ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। রোববার দুপুরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।

এসময় উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুর রশিদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
আদিবাসী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে ও দূরবর্তী শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা করতে সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের ১০ জন ছাত্রীর মাঝে এ সাইকেল বিতরণ করা হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ছাত্রীদের মাঝে সাইকেল বিতরণ করেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ

নারীদের উন্নয়ন এবং কর্মশীল হিসেবে গড়ে তুলতে মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার সেলাই প্রশিক্ষণ মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।
রবিবার দুপুর ১টার সময় মেহেরপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এসকল সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।
জেলা পরিষদের সদস্য শামীম আরা হীরা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ৩৬ জন সেলাই প্রশিক্ষণ মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন। এসময় জেলা পরিষদের সহকারি প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান,চেয়ারম্যানের গোপনীয় সহকারি শাহীন ইকবাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী, শিক্ষক শফিকুল ইসলাম সহ প্রমূখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।